ভোরের কাগজ
তারিখ 05 JAN 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

শিক্ষা

মেডিকেল কলেজে ভর্তির মৌখিক পরীক্ষা

শুরু হয়ে গেছে মেডিকেল কলেজগুলোতে ভর্তির মৌখিক পরীক্ষা। চলবে আরো দিন চারেক। এ সময়টাতেই পরীক্ষার্থীদের ধকল যায় সবচেয়ে বেশি। বিশেষ করে মানসিক ধকল। বিশেষ এই সময়টিতে পরীক্ষার্থীদের সাহায্য করার লক্ষ্যেই আমাদের আজকের এই আয়োজন। এটি তৈরি করেছেন

❑ তানজিনা হোসেন

মেডিকেল কলেজগুলোতে এমবিবিএস কোর্সে ভর্তির লিখিত পরীক্ষা হয়ে গেছে। ঘোষণা করা হয়ে গেছে ফলাফলও। এখন বাকি মৌখিক পরীক্ষা। আগামী ৬ জানুয়ারি থেকে মৌখিক পরীক্ষা শুরু হচ্ছে ঢাকা মেডিকেল কলেজ, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও খুলনা মেডিকেল কলেজে। দেশের অন্যান্য মেডিকেল কলেজগুলোতে এই পরীক্ষা শুরু হবে ৮ জানুয়ারি থেকে। বস্তুতঃ মেডিকেল কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে এটাই সবচেয়ে কঠিন এবং জটিল ধাপ। কারণ, লিখিত পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হয়েছেন তারা সকলেই নিঃসন্দেহে মেধাবী। সকলের মেধা এবং পড়াশোনার মান প্রায় কাছাকাছি। অথচ এদের মধ্য থেকে একটি বিরাট অংশ ছাটাই করা হবে মৌখিক পরীক্ষায়। কাজেই প্রতিযোগিতা জমাবেই।

মেডিকেল ভর্তি ভাইভা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার ক্ষেত্রে এই গাইডটি আপনাদের সামান্য সহযোগিতা করবে বলে আশা করি।

পরীক্ষার পদ্ধতি

আসলে ভাইভা পরীক্ষার কোনো পদ্ধতি নেই। কোনখান থেকে কি প্রশ্ন করা হবে তার কোনো ঠিকানা নেই। দেখা যাবে হয়তো কাউকে আধাঘন্টা ধরে প্রশ্ন করা হচ্ছে, কাউকে আবার ছেড়ে দেওয়া হয়েছে দু'মিনিটের মাথায়। প্রশ্ন ইংরেজিতে করা হতে পারে, বাংলায়ও করা হতে পারে। কাজেই ইংরেজিতে উত্তর দেবার অভ্যাস থাকতে হবে। সাধারণতঃ প্রশ্ন করা হয় পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ও জীববিজ্ঞান বিষয় হতে। এছাড়াও আছে সাধারণ জ্ঞান আর ইংরেজি। প্রতিটি বিষয়ের খুঁটিনাটি সম্পর্কে বেসিক জ্ঞান থাকা দরকার। শুধু মুখস্থবিদ্যায় চলবে না। ভাইভা বোর্ডে সাধারণতঃ থাকবেন তিনজন শিক্ষক। পূর্ণমান ২০। কমপক্ষে ১৫ বা ১৬ তো পেতেই হবে আপনাকে। ১৭ পেয়েও চান্স পায়নি এমন রেকর্ডও আছে। এবার জেনে নিন— কিভাবে প্রস্তুতি নেবেন পরীক্ষার।

পদার্থবিজ্ঞান

এখান থেকে প্রশ্ন করা হয় কম। কারণ প্রশ্ন যারা করবেন তারা পেশায় চিকিৎসক। পদার্থবিজ্ঞান সম্পর্কে তাদের জ্ঞান সুগভীর হবার কথা নয়। তবু একবার ডিটেইলস পড়ে নিন সম্পূর্ণ সিলেবাস খানা। বিশেষভাবে পড়বেন—

(১) পদার্থবিদ্যার প্রতিটি সূত্র— বিজ্ঞানীর নামসহ;
(২) বিভিন্ন একক (ইউনিট) এবং তাদের মধ্যকার সম্পর্ক;
(৩) বিভিন্ন সংজ্ঞা, অবশ্যই এককসহ;
(৪) দৈনন্দিন ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতির আবিষ্কারকের নাম ও আবিষ্কারের সাল;
(৫) চিকিৎসা বিজ্ঞানের সঙ্গে জড়িত যে কোনো ধরনের প্রশ্ন (যেমন— ইলেকট্রিক শক, শকথেরাপীতে কিভাবে ব্যবহৃত হয়)

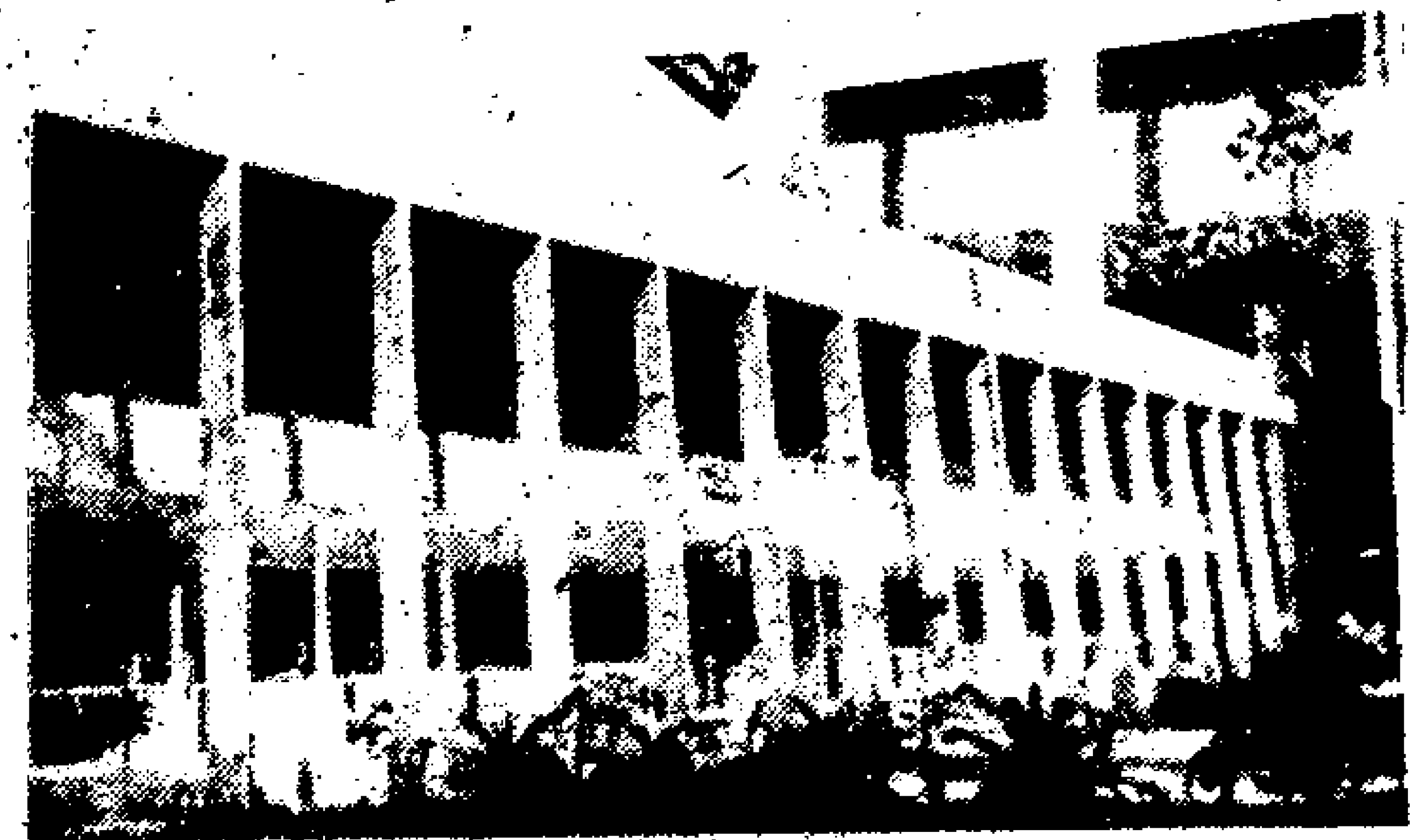

রসায়ন

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রচুর প্রশ্ন করা হতে পারে এ বিষয়ে। আপনাকে পড়তে হবে সব কিছুই। তবে বিশেষভাবে পড়বেন—

(১) বিভিন্ন যৌগের রাসায়নিক সংকেত, বিশেষতঃ চিকিৎসা বিজ্ঞানে যা ব্যবহৃত হয়, (যেমন— ফরমালিন, টিংচার আয়োডিন)
(২) বিভিন্ন জৈব যৌগের রাসায়নিক ধর্ম ও ব্যবহার,
(৩) ভৌত রসায়নের বিভিন্ন সূত্র— আবিষ্কারকের নামসহ,
(৪) গুরুত্বপূর্ণ কিছু ইকুয়েশন;
(৫) গুরুত্ব সহকারে পড়ুন কার্বোহাইড্রেট, অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ড ও ধাতু।

জীববিজ্ঞান

সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন করা হবে এখান থেকে। বোটানী ও জুওলজি দু'টো জায়গা থেকেই বোটানী থেকে পড়বেন গোত্র, বৈজ্ঞানিক নাম ইত্যাদি। জুওলজির যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয়। সবচেয়ে ভালো করে পড়বেন মানব দেহ। যদিও এটি এইচএসসি'র সিলেবাস বহির্ভূত চ্যাপ্টার তবু এইচএসসি'র বই এ সম্পর্কে যা আছে সবই পড়তে হবে আপনাকে। তবু বিশেষ গুরুত্ব সহকারে কি পড়বেন দেখে নিন—

(১) রক্ত ও রক্তসংবহন তন্ত্র;
(২) সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম বিশেষ করে ক্রেনিয়াল নার্ভের নামগুলো;
(৩) কঙ্কালতন্ত্র— বিশেষ করে শরীরের হাড্ডিগুলোর নাম ও সংখ্যা;
(৪) পরিপাকতন্ত্র— বিশেষ করে বিভিন্ন ধরনের খাদ্যের উপর এনজাইমসমূহের ক্রিয়াকলাপ;
(৫) হরমোনতন্ত্র— গুরুত্বপূর্ণ হরমোনগুলোর নাম, কোন্ গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয়, কি কাজ করে এবং অভাবে কি রোগ হয়;
(৬) রেচনতন্ত্র— বৃক্কের গঠন, ইউরিনে কি কি থাকে, ইউরিনাল ডিজিজ;
(৭) প্রজননতন্ত্র— পুরুষ ও স্ত্রী প্রজননতন্ত্রের বিভিন্ন প্রত্যঙ্গের নাম ও কাজ;
(৮) ভিটামিনসমূহের নাম, কিসে পাওয়া যায়, অভাবে কি রোগ হয়;
(৯) স্পেশাল সেন্সরী অরগান— চোখ, কান, ত্বক ইত্যাদি।

সাধারণ জ্ঞান

সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে প্রশ্ন হতে পারে। খবরের কাগজ তো রোজই পড়ছেন। তবু ভালো করে খেয়াল করুন—

(১) সাফ গেমস সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়াদি;
(২) যেহেতু নতুন বছরের প্রারম্ভ, সেহেতু বিগত বছরের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী;
(৩) টাইম ম্যাগাজিনের তৈরি বছরের সেরা পাঁচজন ব্যক্তিত্বের নাম;
(৪) পরীক্ষার দিনটির বাংলা তারিখ।

এছাড়া সবচেয়ে কমন যে প্রশ্নটি করা হয়, তা হলো— তুমি কেন ডাক্তার হতে চাও? অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রশ্নটি হয় ইংরেজিতে। উত্তরও দিতে হবে ইংরেজিতে। গুছিয়ে ধীরে ধীরে উত্তর দিন। আরো একটা প্রশ্ন প্রায়ই করা হয় 'ডাক্তার হলে কি তুমি বিনামূল্যে চিকিৎসা করবে?' দেখবেন অতিরিক্ত ভালো হবার জন্য উত্তরটা হ্যাঁ বলবেন না।

বলুন— বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে করতে পারি। এটাই সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য উত্তর।

প্রস্তুতি ঃ আগের রাতে

পরীক্ষার আগের দিন রাত জাগবেন না। বেশ একটা ঘুম দিন। নার্ভগুলোকে চাঙ্গা আর সতেজ রাখুন। বেশি টেনশন করবেন না। কারণ টেনশন অনেক সময় সবকিছু গুলিয়ে যায়। জানা উত্তরও বলা হয় না। পরীক্ষকের রুমে অতিরিক্ত স্মার্ট হবার চেষ্টা করবেন না। ভদ্রভাবে বসুন, ভদ্রভাবে উত্তর দিন। চক্রাবক্রা পোশাক পরবেন না। সবগুলো বোতাম লাগাবেন শার্টের। এখানে পরীক্ষকের ইমপ্রেশন টাই বড়ো। ভালো ইমপ্রেশন জমিয়ে তুলতে চেষ্টা করুন। উত্তর দিতে তাড়াহুড়া করবেন না। ধীরে ধীরে বলুন যাতে সময়টা কেটে যায় সহজেই। আগ বাড়িয়ে বেশি কিছু বলতে যাবেন না। যা প্রশ্ন করা হয়েছে ঠিক সেটারই উত্তর দেবেন। নইলে বিপদ। পরীক্ষক যখনই বুঝবেন আপনি সিলেবাসের বাইরে কিছু জানেন, তখনই শুরু করবেন কঠিন সব প্রশ্ন। কাজেই কোনো আতলামি নয়।

ভালো পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হোন এবং একজন ভালো চিকিৎসক হোন এই কামনা করছি।